

জোনম্যাপ : প্রশ্নয়ের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

কৃষিপণ্য হাতে মানসম্পন্ন করা যায় তার জন্য আরও পরীক্ষাগার তৈরি করা সরকার। সেইসঙ্গে অঞ্চলভিত্তিক পরীক্ষাগারও নির্মাণ প্রয়োজন। দেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর বলেই তার সরকার কৃষিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে, উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পণ্য উৎপাদনের মূলে থাকতে হবে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাতানো এবং দেশ-বিদেশে বাজার সৃষ্টি ও রক্ষা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কৃষিভিত্তিক শিল্প আমরা গড়ে তুলতে চাই এবং সেটাই আমরা করব। এ বিষয়েও আমাদের গবেষকদের আমি সহযোগিতা চাই।" তিনি গবেষকদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, "একদিনে গবেষণা শেষ হয়ে যায় না। দীর্ঘদিন গবেষণা করতে হয়। তবে, চাকরির একটা বয়স নির্দিষ্ট করা রয়েছে, যার পরে আর চাকরি করা যায় না। কিন্তু গবেষণায় সম্পূর্ণ সরকারি চাকুরীদের জন্য আমি একটা কথাই বার বার বলেছি, এই গবেষকদের কিভাবে আমরা প্রমোদনা দিতে পারি হাতে গবেষণার ফসল তারা হাতে পাওয়া পর্যন্ত থাকতে পারেন।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, এজন্য তার সরকার একদার উদ্যোগ নিলেও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই এই সুযোগটা নিতে চাওয়ায় সেটা আর সম্ভব হয়নি।

উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, "অফিসের পিছন, আর্দালি, দারওয়ান থেকে শুরু করে কেউ আর বাদ যান না। এটা ভেদ হয় না। এটাই আমাদের দেশে সমস্যা। কাজেই গবেষণায় যারা সম্পূর্ণ তাদের জন্য এটা কিভাবে করা যেতে পারে? শেষ হাসিনা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বয়স সীমা বৃদ্ধি করায় সেখানে আর সমস্যা হচ্ছে না। কাজেই আমরা ইনস্টিটিউটগুলোতে কিভাবে এই প্রমোদনাটা দিতে পারি। সেই পরামর্শটা আপনারা আমাদের কাছ থেকে চাচ্ছি। কারণ, আমাদের কৃষি গবেষকদের আমরা আরও সুযোগ দিতে চাচ্ছি।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের যারা গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন তাদের সমস্যামূলী নিয়ে আলোচনার জন্য তাদের সঙ্গে একটি সরকারি মতবিনিময়ের ইচ্ছা আমার রয়েছে। উভয়দিকে সেই ধরনের একটা সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। যাতে আমি জানতে পারি আপনারা আরও কিভাবে গবেষণা চালিয়ে যেতে পারেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন মফস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক। মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মেজবাউল ইসলাম স্বাগত বক্তৃতা করেন। আরও বক্তৃতা করেন বিএআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। সফল কৃষক মো. রফিকুল ইসলাম ও নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তৃতা করেন। দেশের কৃষি বিজ্ঞানীদের উল্লেখিত ধান, পাট, আখ, চা, রেশম, তুলা, বনজসম্পদ এবং মফসসম্পদ থেকে নির্বাচিত ১৭টি প্রযুক্তি এটলাসে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে প্রযুক্তিগুলোর প্রয়োগে বেশকিছু সাফল্যের গল্প। যা হতে পারে কৃষি উন্নয়নে অনুকরণীয় নমুনা। দেশ-বিদেশের পাঠকের সুবিধার্থে এই এটলাসে বাংলায় পাশাপাশি ইংরেজিও রাখা হয়েছে। বিএআরসি (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) প্রকাশিত এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের উল্লেখিত এই "১৭" কৃষি প্রযুক্তি এটলাস" আধুনিক কৃষি উন্নয়ন ও কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে মূহুর্তকারী ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

অঞ্চলভিত্তিক কৃষি সম্ভাবনার গবেষণায় জোর প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার

দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি রপ্তানি বাড়াতে অঞ্চলভিত্তিক কৃষি সম্ভাবনা ধরে গবেষণায় জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে। খাদ্যের জন্য যেন হাত পাততে না হয়। খাদ্যের যেন অভাব না হয়। অন্য

দেশকে যেন সাহায্য করতে পারি। জাতির জনকের স্বপ্ন যেন পূরণ করতে পারি। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানি করতে পারি সেভাবে উৎপাদন করতে হবে। গতকাল গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রকাশিত '১০০ কৃষি প্রযুক্তি অ্যাটলাস' এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে

'১০০ কৃষি প্রযুক্তি অ্যাটলাস'-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী



গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে বক্তব্য রাখেন শেখ হাসিনা -ফোকাস বাংলা

অংশ নিয়ে তিনি বলেন, 'গবেষণাকে আমরা সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিই। আমি এখনো মনে করি, গবেষণাকে আরো বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য চাহিদা বাড়ার বিষয়টি তুলে ধরে সরকারপ্রধান বলেন, আমাদের মাটি খুব উর্বর। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলতেন, 'আমার মাটি এত উর্বর যে সেখানে একটা বীজ পড়লেই একটা গাছ হয়, গাছে ফল হয়। তাহলে এদেশের মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাবে কেন।' সেই চিন্তা থেকেই তিনি সমস্ত পদক্ষেপ নিতেন। এর জন্যই গবেষণা একান্তভাবে প্রয়োজন। তিনি বলেন, অল্প খরচে বেশি উৎপাদন কীভাবে হবে তার জন্য গবেষণা দরকার। কোন এলাকায় কোন ফসল

অঞ্চলভিত্তিক কৃষি সম্ভাবনার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভালো হয় তার ম্যাপিং করাটাও জরুরি। আমি সারাদেশে ১০০ শিল্পাঞ্চল করছি। এসব অঞ্চলে কৃষিপণ্য কাঁচামাল হিসেবে কীভাবে ব্যবহার করা যায় তা দেখতে হবে। কৃষিতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। রফতানিযোগ্য পণ্য উৎপাদন করতে হবে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও আভ্যন্তরীণ বাজার বাড়াতে হবে। এরপর বিদেশে রফতানি করতে হবে। আমাদের যেহেতু কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি তাই এর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

করোনার মধ্যেও কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখতে ও ফসল ঘরে তুলতে সরকার ও আওয়ামী লীগ সহযোগিতা করেছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা বোরো ধানের একটা দানাও নষ্ট হতে দেইনি। কৃষিপণ্য পরিবহনের জন্য ট্রেনের বিশেষ বগি, ডাক বিভাগের গাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছি। ১৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণের জন্য বরাদ্দ দিয়েছি। ১৬২১টি কৃষক পরামর্শ কেন্দ্র করা হয়েছে।

কৃষি বিষয়ক গবেষণায় সাফল্যের জন্য বিজ্ঞানীদের ধন্যবাদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিজ্ঞানীদের জন্য কিছু করা দরকার। এটা কীভাবে করা যায় তার জন্য আপনাদের পরামর্শ চাই। আমি সবকিছু করতে চাই। খাদ্য উৎপাদন যে বাড়ছে এটা গবেষণার ফসল। গবেষণা ছাড়া কোনও উপায় নাই। আমরা আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি চাই।

তিনি বলেন, গবেষণার সঙ্গে যারা জড়িত, এটা দীর্ঘ সময় ধরে করতে হয়। সরকারি চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও গবেষণা শেষ হয়ে যায় না। তবে গবেষণাটা কীভাবে চালিয়ে যেতে পারেন সেটা ভাবতে হবে। আমি বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে কথা বলেছি, কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। কারণ গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্থার পিয়ন-আর্দালিসহ সবাইকে তো আর সেই সুযোগ দেওয়া সম্ভব না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চাকরির বয়সসীমা বাড়িয়েছি। ইনস্টিটিউটগুলোতে কীভাবে আরও সুযোগ দেওয়া যায় তার পরামর্শ চাই আপনাদের কাছে।

কৃষকের জন্য ন্যায্য মূল্যের ব্যবস্থা করা, কৃষি গবেষণায় সুযোগ সুবিধা দেওয়া, কৃষিভিত্তিক সংস্থাগুলোর জনবল কাঠামো পুনর্গঠন করে সয়ংসম্পূর্ণ করা, কৃষিতে প্রণোদনার নতুন প্যাকেজ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এসবের উল্লেখ করেন সরকারপ্রধান।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতাকে হত্যার দীর্ঘ ২১ বছর পর সরকার গঠন করেছিল আওয়ামী লীগ। তার আগে গবেষণা ছিল ‘উপেক্ষিত’। আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর গবেষণার ওপর গুরুত্ব দেয়। কৃষি নিয়ে গবেষণা যত বাড়বে, তত বেশি কৃষিপণ্য উৎপাদন করা যাবে। কৃষির উন্নয়নে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথাও অনুষ্ঠানে তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, আমাদের কৃষিপণ্য যাতে মানসম্মত করা যায়, সেজন্য পরীক্ষাগার আরও তৈরি করা দরকার। সেই সাথে আমাদের অঞ্চলভিত্তিক পরীক্ষাগার নির্মাণ করা প্রয়োজন। দেশের মাটির উর্বরতা এবং পরিবেশ বিবেচনা করে আমাদের কোন অঞ্চলে কোন ফসল সবচেয়ে ভালো এবং বেশি উৎপাদন হয় এবং উন্নত মানের উৎপাদন হতে পারে, তারও একটা জোনম্যাপ করা দরকার। এই ম্যাপিংটা খুব বেশি প্রয়োজন। দেশীয়া বাজারের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশেও যেন রপ্তানি করা যায়, সেটা মাথায় রেখে কৃষি পরিকল্পনা সাজানোর ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী।

আমাদের মাটির উর্বরতা, সেখানকার পানির অবস্থা এবং আবহাওয়া, জলবায়ু, পরিবেশ- এগুলো বিবেচনা করে আমাদের কোন অঞ্চলে কোন ধরনের ফসল বেশি হবে, ভালো হবে, উন্নত মানের হবে, বেশি উৎপাদন হবে, অল্প খরচে উৎপাদন হবে- তার একটা আমি মনে করি এলাকা ভাগ করে সেইভাবে আমরা যাতে উৎপাদন করতে পারি, তার উপর একটু গবেষণা করা প্রয়োজন। সারা দেশে একশ শিল্পাঞ্চল গড়ে তোলার উদ্যোগের কথা মনে করিয়ে দিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, আমার চিন্তা আছে এটা যে ওইসব অঞ্চলে কী ধরনের কাঁচামাল আমরা উৎপাদন করতে পারি, বিশেষ করে আমার কৃষিপণ্য, সেই কৃষিপণ্যটা কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যায় বা কৃষি প্রক্রিয়াজাত করা যায়, যা আমি বিদেশে রপ্তানি করতে পারি। আমি যদি সেইসব অঞ্চলে সেই ধরনের বিনিয়োগের ব্যবস্থা করি দেশি-বিদেশি সব বিনিয়োগের, তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের আর কষ্ট থাকবে না, আর্থিকভাবেও আমরা আরো স্বচ্ছল হতে পারব, আর রপ্তানিযোগ্য পণ্য আমাদের বৃদ্ধি পাবে।

দেশের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে ‘আরো উন্নত’ হচ্ছে এবং তাদের ‘ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে’ মন্তব্য করে তিনি বলেন, স্বাভাবিকভাবে আমি যখনই যা উৎপাদন করব, আমার এটা মনে রাখতে হবে যে আমার দেশের বাজার আরো বাড়তে হবে, অর্থাৎ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়তে হবে। সেই ক্রয় ক্ষমতা বাড়লে তাদের চাহিদা যাতে আমরা পূরণ করতে পারি। দেশের চাহিদা মিটিয়ে আমরা যেন বিদেশে রপ্তানি করতে পারি, সেভাবে আমাদের পণ্য উৎপাদন করা। করোনাভাইরাসের মহামারীর মধ্যে দেশের মানুষের জীবন ও জীবিকা স্বাভাবিক রাখা এবং দেশের অর্থনীতির চাকা গতিশীল রাখার জন্য সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা অনুষ্ঠানে তুলে ধরে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে বলেন শেখ হাসিনা।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মতিয়া চৌধুরী, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মেসবাহুল ইসলামসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দেশ রূপান্তর

তারিখ : ০৫/০২/২০২১ (পৃঃ ০৩)

দক্ষিণাঞ্চলের দুই ফসল সম্ভাবনা দেখাচ্ছে : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, আগে দক্ষিণাঞ্চলে এক ফসল হতো। এখন সেখানকার দুই ফসল আমাদের সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। গত বছর পটুয়াখালীসহ দক্ষিণাঞ্চলে ১০ লাখ টন ডাল উৎপন্ন হয়েছে। এটা আগে ছিল ৩ লাখ টন। গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) প্রকাশিত 'মুজিব শতবর্ষে ১০০ কৃষিপ্রযুক্তি এটলাস'র মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। গণবভন থেকে যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য মতিয়া চৌধুরী এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী স ম রেজাউল করিম বক্তব্য রাখেন।

দেশের কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত ধান, পাট, ইক্ষু, চা, রেশম, তুলা, বনজ ও মৎস্য সম্পদ থেকে নির্বাচিত ১০০টি প্রযুক্তি এটলাসে যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে প্রযুক্তিগুলোর প্রয়োগে বেশকিছু সাফল্যের গল্প। দেশ-বিদেশের পাঠকের সুবিধার্থে এ এটলাসে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিও রাখা হয়েছে। বিএআরসি (বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল) প্রকাশিত এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্ভাবিত এই '১০০' কৃষিপ্রযুক্তি এটলাস' আধুনিক কৃষি উন্নয়ন ও কৃষকদের জীবনমান উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে বলে আশা করছে কৃষি মন্ত্রণালয়।

Date: 05/02/2021 (Page: 01,11)

PM for research to boost agri production

Prime Minister Sheikh Hasina on Thursday laid emphasis on research and crops zone mapping, saying different varieties of crops have to be cultivated on the basis of concerned area's land fertility, water and environment to yield best outcome at lowest cost.

"We need concrete research and zone mapping on the basis of weather and environment to find out which crops are high yielding with high quality in which areas involving lowest cost," she said, reports BSS.

The premier said this at the cover unveiling ceremony of "The 100 Agro Technologies Atlas" at Bangabandhu International Conference Center (BICC), joining virtually from her official residence Ganabha-

ban this morning.

Mentioning the necessity of setting up more regional laboratories to make the agriculture products more quality-

full, she said the zone mapping is essential for more and high quality production as Bangladesh is a delta where each variety of crops could



be yielded high depending on soil, water, weather and environment in each area.

"We should find out a research method for the zone mapping," she said, adding it should kept in your (researchers) mind that production is needed to be increased as size of domestic market is being expanded and the same time export of these products is needed for the development of the country.

Page 11 Col 2

PM for research

From Page 1

Besides, the government is also establishing 100 special economic zones across the country where the local raw materials, especially the local agro products, would be given priority for processing to export abroad, she said.

She went on saying, "If we could arrange both local and foreign investment prioritizing area-based products, people of the country would be benefited financially along with increasing the number of export items."

Sheikh Hasina said the economy of the country depends on agriculture and the government prioritizes agro-based industry and these types of industrialization are needed for the progress of the country.

Seeking researchers' cooperation, she said measures have to be taken keeping in mind that Bangladesh's economy is agro-based and its production needs to be boosted and processed to grab both domestic and foreign markets.

Pointing out the increased food grains production as the outcome of research, the premier said, "Without research, none is possible to achieve and it is the reality. We can move further if you (researchers) take more initiatives."

She hoped the agriculture production, processing and marketing along with others things could be made more technology based through research.

Agriculture minister Dr. Muhammad Abdur Razzaque, MP, chaired the ceremony while senior secretary of the ministry Md. Mesbahul Islam gave welcome speech.

Fisheries and livestock minister S M Rezaul Karim, MP and chairman

of the parliamentary standing committee on ministry of agriculture Matia Chowdhury, MP, spoke on the occasion as special guests.

Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) executive chairman Dr. Shaikh Mohammad Bokhtiar and successful agro entrepreneur Md Rafikul Islam also spoke.

BARC published the 100 Agro Technologies Atlas.

Prime Minister Sheikh Hasina said the "100 Agro Technologies Atlas" published today marking the birth centenary of Bangabandhu incorporating the varieties and technology invented by the scientists would be an inspiration for the next generation and it will also helps the country to be self-reliant further.

Urging the agricultural scientists to conduct further research over local fruits and agricultural items to expand the market for those, she said, "It's essential to conduct more research on our local fruits and local items. It needs to expand the market of local items by conducting more research on those."

Sheikh Hasina said the retirement age in government services has become a problem for those who are engaged in research, especially the agriculture scientists, but the government wants to provide them incentives.

Asking the authorities concerned to place proposals on how the incentives can be given to the scientists, she said, "We need to do something for the agriculture scientists. We want to give them more incentives."

Mentioning that Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman had adopted the development of agriculture and farmers as a strategy of

the country's development, the premier said he had given first class status to the agriculturalists to allure them into agriculture profession and established many autonomous agriculture institutions for conducting research.

"The seeds of today's progress of the country's agriculture development were planted by the Father of the Nation and we have achieved this unprecedented success in agriculture following his path," she said.

Highlighting her government's different measures to offset the impact of Covid-19 pandemic, the head of the government said alongside the 23 stimulus packages of Taka 124,053 crore, two fresh stimulus packages have been declared that would help small businessmen and benefit more people under social safety net programmes.

As part of the election manifesto, she said, the government has tried to modernize the agriculture through mechanization and provided 70,000 agriculture machineries in the last 12 years at reduced prices through 50-70 percent development assistance of their procurement prices.

Referring to the beginning of Covid-19 vaccination, the premier reiterated her call to the people to maintain health protection protocols and wear face-masks until the Coronaviruses disappears from the world.

Mentioning that 99 percent people of the country are now getting electricity; she said no people would remain homeless and address less in Mujib's Bangladesh.

The Prime Minister also urged the people to continue tree plantation on the occasion of Mujib Borsha.

Date: 05/02/2021 (Page: 12)



Prime Minister Sheikh Hasina unveiling the cover of a book titled '100 Krishi Projukti Atlas' at a function held at Bangabandhu International Conference Centre through a videoconference from Ganabhaban on Thursday. PHOTO : PID

PM asks agronomists to research more to expand market

Prime Minister Sheikh Hasina on Thursday asked agricultural scientists to conduct further research over local fruits and agricultural items to expand their market.

"It's essential to conduct more research on our local fruits. We need to expand the market of local [agricultural] items, conducting more research on those. I think our local items are tastier," she said while unveiling the cover of a book titled '100 Krishi Projukti Atlas' at a function in Dhaka.

The Prime Minister unwrapped the cover of the Atlas and then

addressed the event held at Bangabandhu International Conference Centre through a videoconference from her official residence Gono Bhaban.

Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) published the Atlas with 100 agricultural technologies, marking the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

Sheikh Hasina said the retirement age in government services has appeared as a problem for those who are engaged in research. "We need to do something for the agricul-

tural scientists. We want to give them more incentives," she said, asking the authorities concerned to place proposals over how the incentives can be given to the scientists.

Noting that the government is giving importance to agriculture, she said they want to give more scopes for agricultural researchers.

The Prime Minister asked the researchers to prepare the crop zoning map identifying the high-yielding zones across the country.

Presided over by Agriculture Minister Dr Muhammad Abdur Razzaque, the event was

addressed by Fisheries and Livestock Minister SM Rezaul Karim, Chairman of Parliamentary Standing Committee on Agriculture Ministry Matia Chowdhury, Agriculture Senior Secretary Md Mesbahul Islam and BARC Executive Chairman Dr Shaikh Mohammad Bokhtiar.

A documentary over the 100 agricultural technologies was screened at the function. Agricultural scientists, divisional commissioners, deputy commissioners, deputy commissioners and field-level agriculture officers were connected with the virtual function. —UNB